দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB. 5 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

102

এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নৈতিকতা

॥ জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ॥

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩রা ফেব্রুয়ারি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিতে থেকেও পরীক্ষার ইনভিজিলেটর হিসেবে ভুয়া বিল দাখিলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎ করার এক অভিনব ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনাটি ঘটিয়েছেন আইন বিভাগের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক আ ফ ম মহসীন। একই বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক প্রফেসর এম বদরউদ্দিন সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এ অভিনব ঘটনাটি লিখিতভাবে অভিযোগ আকারে জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন ঃ অভিযোগটি খুব শিগগির সিন্ডিকেটে নেয়া হবে।

উপাচার্যকে দেয়া অভিযোগে বলা হয় বিভিন্ন পরীক্ষা কমিটি ও একাডেমিক কমিটিকে উপেক্ষা করে আইন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মহসীন এককভাবে প্রবীণ পরিদর্শক ও পরিদর্শক নিয়োগ করেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত '৯৭ সালের অনার্স পরীক্ষার প্রবীণ পরিদর্শক ও পরিদর্শকের (ইনভিজিলেটর) তালিকার কোথাও অধ্যাপক মহসীনের নাম নেই। অথচ পরপর ১৩ দিন প্রত্যেক দিন প্রবীণ পরিদর্শক হিসেবে ভুয়া বিলের মাধ্যমে গত ১০ই সেপ্টেম্বর অবৈধভাবে ১০ হাজার ৩শ' ৭৫ টাকা গ্রহণ করেন (বিল নং-২৭৬ তাং-২৮/৭/৯৮)। এমনকি ৩০/৭/৯৮ তারিখে ছুটিতে থাকার পরও প্রবীণ পরিদর্শক হিসেবে তিনি বিল তুলেছেন।

বিভাগীয় সেমিনারের জন্য গত দু' বছরে প্রায় ৮০ হাজার টাকার বই অধ্যাপক মহসীন একক সিদ্ধান্তে ক্রয় করে বইগুলোর প্রকৃত মূল্য সাদাকালি দিয়ে মুছে ২/৩ গুণ মূল্য বর্ধিত করে অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এভাবে তিনি ৪শ' টাকার বই ১ হাজার ২০ টাকা, ১ হাজার ৪শ' ২৫ টাকার বই ৩ হাজার ২শ' ২০ টাকা এবং ৪শ' ২০ টাকার বই ১ হাজার ৭শ' ২০ টাকা হাতে লিখে বিল করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে ঃ গত দু' বছরের ভর্তি পরীক্ষার ৮ লাখ টাকার কোন হিসাব তিনি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির কাছে দাখিল করেননি। বিভাগে ক্রোকারিজ ও স্টেশনারি বাবদ ৪৮ হাজার টাকার হিসাব দাখিল করা হলেও এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই আইন বিভাগে। বিভাগীয় মূল্যবান আসবাবপত্র বিভাগীয় সভাপতি নিজ বাসায় ব্যবহার করছেন। শিক্ষা সফরের নামে প্রকাশিত স্যুভেনিরের জন্য বিজ্ঞাপন বাবদ সংগৃহীত প্রায় ৩/৪ লাখ টাকাসহ শিক্ষা সফরের বিপুল পরিমাণ অর্থ সভাপতি আত্মসাৎ করেছেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দেয়া অভিযোগপত্রে আরো বলা হয় ঃ ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত "ক্লিনিক্যাল লিগাল এডুকেশন"-এর নামে বরাদ্দকৃত ৫৩ হাজার ডলার টাকা অধ্যাপক মহসীন নিজ একাউন্টে জমা রেখে প্রতি মাসে সুদে ২০/২২ হাজার টাকা আত্মসাৎ করছেন।

পরীক্ষায় দুর্নীতির দায়ে অধ্যাপক মহসীনকে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ৮ বছরের জন্য পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম হতে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্তও ভঙ্গ করার কথা বলা হয়েছে অভিযোগে।